



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৫৬/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৫৬/২০২২

সূচিপত্র

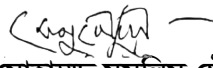
ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	vii
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৯
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১১
অধ্যায়-২		
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	২৯

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের আর্থিক কার্যক্রমের উপর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ০৯টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ২২/০১/২০২৩ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্যঃ

এই রিপোর্ট নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এর অধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদিকে অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

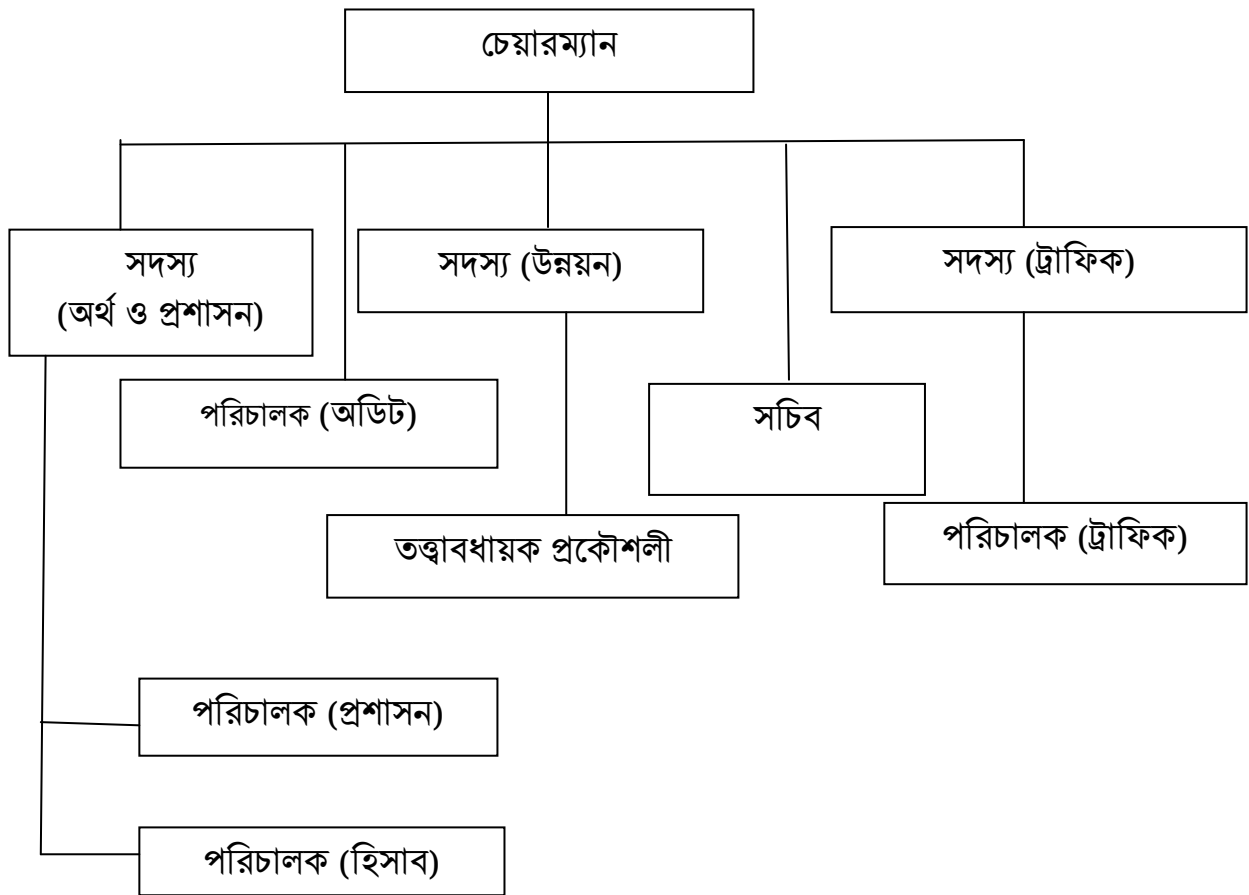
প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্তবক) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাস্তবক এর যাত্রা শুরু হয়। দেশের স্থল সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪,৪২৭ কি.মি.। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ১৮১ টি শুল্ক স্টেশনের মধ্যে প্রধান ২৪ টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বাস্তবক এর ওপর ন্যস্ত করা হয়।

জনবল কাঠামো :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ					
ক্রম	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	প্রথম শ্রেণি	৫৬	৪৫	১১	১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২.	দ্বিতীয় শ্রেণি	১৮	১৪	৪	
৩.	তৃতীয় শ্রেণি	২১৮	১৭৫	৪৩	
৪.	চতুর্থ শ্রেণি	৫৩	৩২	২১	
সর্বমোট =		৩৪৫	২৬৬	৭৯	

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রামঃ



প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ সেবা ও অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান।
- বন্দর অধিক্ষেত্রে চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ।
- মালামাল গ্রহণ, হ্যাণ্ডেলিং, সরবরাহ ও বিতরণ কার্যে যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালনা ব্যবস্থাপনা।
- সার্বক্ষণিকভাবে কার্গো/কন্টেইনারসমূহ গ্রহণ ও সরবরাহ।
- স্টেক হোল্ডার/বন্দর ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স প্রদান/নবায়নকরণ।
- সার্বক্ষণিক বাংলাদেশ/ভারতের গাড়ী চালককে সুবিধা প্রদান।
- নিরাপত্তা এবং আইএসপিএস কোড সংশ্লিষ্ট সকল সহায়তা প্রদান।
- প্রয়োজনে অনিশ্চিত সম্ভাবনার পরিকল্পনা ও সম্পাদন।
- বৈদেশিক গাড়ী চালকের নিরাপত্তা বিধান করা।
- বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের সুযোগ।
- বিভিন্ন সংস্থাকে জরিপ কাজে সহায়তা করা।
- বন্দরের কৃষি, অকৃষি এবং বাণিজ্যিক ভূমির লাইসেন্স/ইজারা/ভাড়া ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- লোডিং ও ডিসচার্জ সহায়ক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচালন এবং বন্দর অধ্যাদেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পাদন।
- আইনের নির্ধারিত/নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন।
- স্থলবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের সঙ্গে মতবিনিময়, যোগাযোগ এবং বন্দর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, উন্নয়নের জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের সহযোগিতার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাণিজ্যের বিস্তৃতি।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

- পণ্য পরিবহনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- খাদ্যশস্য ও সার পরিবহনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- আমদানিকৃত জ্বালানী পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে জ্বালানী নিরাপত্তায় অংশগ্রহণ।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনপূর্বক জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।
- ওয়ারার হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড নির্মাণ ও ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ।
- ভূমি উন্নয়ন ও সীমানা প্রাচীর ও ডেনেজ সিস্টেম নির্মাণ।

প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্তবক) ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মোট আয় ও ব্যয়।

এক নজরে তিন বছরের আয়-ব্যয় :

অংকসমূহ লক্ষ টাকায়

অর্থবছর	প্রকৃত (আয়)	প্রকৃত (ব্যয়)
২০১৭-২০১৮	১৪,৮৯৯.৫৩	৮,৮৮৩.৮৭
২০১৮-২০১৯	২৫,১৯৬.৪০	১৫,০৯১.২৫
২০১৯-২০২০	২০,৮৭৭.৩৫	১১,৭০৫.৬৭
২০২০-২০২১	২৬,৬৯৩.৮৯	১৪,৯১৭.০০
মোট =	৮৭,৬৬৭.১৭	৫০,৫৯৭.৭৯

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর আয়-ব্যয় নিরীক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ঝুঁকি নির্ধারণে আয় ও ব্যয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর সকল আয়, বেতন ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ব্যয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং মূলধন ব্যয় ঝুঁকির Parameter হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি, মধ্যম ঝুঁকি ও নিম্ন ঝুঁকি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট প্ল্যানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

- সকল প্রকার লেনদেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Financial Rules and Regulations মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- Delegation of Financial Power অনুযায়ী অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।
- এনবিআর কর্তৃক জারীকৃত আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত আদেশ ও SRO (Statutory Regulatory Order) অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই।

অডিটের কৌশল:

আলোচ্য অডিটের তথ্য সংগ্রহকালীন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ম্যাটেরিয়ালিটির বিষয়টি Judgemental ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। নিরীক্ষায় ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ নিরীক্ষকের Professional Judgement এর উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে transaction এর সংখ্যাচাক (i.e., value) ও গুণবাচক (i.e., context & nature) বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। নির্বাচিত খাতের Transaction ডাটা বিশ্লেষণের পর এবং Sampling এর ক্ষেত্রে যে সকল ফ্যাক্টর বিবেচনা করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে সংখ্যাচাক ম্যাটেরিয়ালিটি লেভেল Risk Factor অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার সময়ে লেনদেনের প্রকৃতি এবং Content বিবেচনায় Materiality নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এখানে নির্ধারিত সংখ্যাচাক ম্যাটেরিয়ালিটি শুধুমাত্র মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা পদ্ধতির জন্য প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও খরচের প্রকৃতি, High Value Transaction, বছরান্তে (মে/জুন মাসে) সংগঠিত ব্যয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে নমুনায়ন করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল :

১২ই সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি. হতে ২৩শে নভেম্বর ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

পরিবহন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার অধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্তবক) ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, বাজেট বরাদ্দ, সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধিবিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধিবিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিস্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ০৯টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ১৬,৭০,০১,২৮৩ (ষোল কোটি সত্তর লক্ষ এক হাজার দুইশত তিরিশি) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন।
- ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় না করা।
- Liquidated damages আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সংবিধিবদ্ধ সংস্থার অর্থ আদায় ও ব্যয় এর ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

AIR	:	Audit Inspection Report
BOQ	:	Bill of Quantity
BOT	:	Built Operate and Transfer
CA	:	Concession Agreement
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
COD	:	Commercial Operation Date
GCC	:	General Conditions of Contract
IT	:	Income Tax
LC	:	Letter of Credit
NOA	:	Notification Of Award
PCC	:	Particular Conditions of Contract
PPR	:	Public Procurement Rules
SRO	:	Statutory Regulatory Order
TEC	:	Tender Evaluation Committee
VAT	:	Value Added Tax
বাস্তবক	:	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ

ক্র:নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	কাস্টম হাউস, বেনাপোল এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের তথ্যের সাথে আমদানিকৃত মালামালের ওজনের পার্থক্য হওয়ায় লোডিং-আনলোডিং চার্জ বাবদ সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	১০,৬৭,১১,০০২
২	কাস্টম হাউস, বেনাপোল এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের তথ্যের সাথে আমদানিকৃত মালামালের তথ্যের পার্থক্য হওয়ায় লোডিং-আনলোডিং এ ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১,৬০,০৬,৬৫১
৩	ভেরিয়েবল রয়্যালটি হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১,৭৩,৪৩,৪৩৩
৪	Liquidated damages পরিশোধ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	২৯,৭০,০০০
৫	প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি	৭২,১৫,২২০
৬	চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফিক্সড রয়্যালটি, লিজ রেন্ট ও ভেরিয়েবল রয়্যালটি নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ১৫% জরিমানা বাবদ সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	২২,৬২,৯৯২
৭	লেবার হ্যান্ডেলিং বিলের অবশিষ্টাংশ হতে বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৪৯,৬৭,১৬৫
৮	গোডাউন ভাড়া বাবদ অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	১৭,২৪,৮২০
৯	Concession Agreement (CA) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিদ্যমান সম্পদের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্তবক) এর পাওনা পরিশোধ না করায় অনাদায়ী	৭৮,০০,০০০
মোট=		১৬,৭০,০১,২৮৩

(কথায়ঃ ষোল কোটি সত্তর লক্ষ একহাজার দুইশত তিরিশি টাকা)

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১

শিরোনামঃ কাস্টম হাউস, বেনাপোল এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের তথ্যের সাথে আমদানিকৃত মালামালের ওজনের পার্থক্য হওয়ায় লোডিং-আনলোডিং চার্জ বাবদ সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১০,৬৭,১১,০০২ (দশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ এগার হাজার দুই) টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ঢাকা এর আওতাধীন পরিচালক (ট্রাফিক), বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাস্টম হাউস, বেনাপোল এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের তথ্যের সাথে আমদানিকৃত মালামালের ওজনের পার্থক্য হওয়ায় লোডিং-আনলোডিং চার্জ বাবদ সংস্থার ১০,৬৭,১১,০০২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর যোগাযোগ সংক্রান্ত নথি ও ক্যাশ বই পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর আমদানিকৃত মালামালের তথ্য বিবরণী মতে ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত মালামালের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯৮৮৩৫৭.৯৩ মেঃটন, ২১৮১১২৩.৮৬ মেঃটন, ২০৩৮০৬৪.৩১ মেঃটন ও ২৭৭৭৬০৬ মেঃটন। অপরদিকে বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানিকৃত মালামালের তথ্য বিবরণী হতে ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত মালামালের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৪৬২১৫ মেঃটন, ১৮৩৬৯৫৩ মেঃটন, ১৯৭৭০৭৪ মেঃটন ও ২০৭৪৭২৭ মেঃটন আমদানিকৃত মালামালের হিসাব পাওয়া যায়। ফলে বেনাপোল স্থলবন্দরে উক্ত অর্থবছরগুলোতে আমদানিকৃত মালামালের তথ্যে যথাক্রমে ২৪২১৪৩ মেঃ টন, ৩৪৪১৭১ মেঃ টন, ৬০৯৯১ মেঃ টন ও ৭০২৮৭৯ মেঃ টন ওজন অপেক্ষাকৃত কম পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ওজনে কম প্রদর্শিত লোডিং-আনলোডিং মালামালের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর এর ২০০১ সনের ২০ নং আইনের ধারা (১০) ও ট্যারিফ সিডিউল এর ৭.১ এর (১ ও ২) রেট অনুযায়ী মালামাল লোডিং-আনলোডিং এর জন্য বন্দর মাশুল আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু ওজনের পার্থক্যের কারণে উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী লোডিং-আনলোডিং চার্জ আদায় করা হয়নি। ফলে সংস্থার ১০,৬৭,১১,০০২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১)।

অনিয়মের কারণঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর এর ২০০১ সনের ২০ নং আইনের ধারা (১০) ও ট্যারিফ সিডিউল এর ৭.১ এর (১ ও ২) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বেনাপোল স্থলবন্দর এর আমদানি তথ্য বিবরণীতে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণের সাথে কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর আমদানি তথ্য বিবরণীর পরিমাণ এক নয়। কাস্টম হাউস, বেনাপোল, বেনাপোল স্থলবন্দর ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশন এর আমদানিকৃত পণ্যের মোট হিসাব করে থাকে। কিন্তু বেনাপোল স্থলবন্দর শুধুমাত্র বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে যেসব পণ্য আমদানি ও খালাস হয় সেসব পণ্যের হিসাব করে থাকে। বর্তমানে রেলওয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত কিছু পণ্য বেনাপোল স্থলবন্দরে হ্যান্ডেলিং হলেও বেশিরভাগ পণ্য বিভিন্ন স্থানে খালাসের উদ্দেশ্যে চলে যায়। ফলে উক্ত পণ্যের হিসাব বেনাপোল স্থলবন্দরে সংরক্ষণ করা হয় না এবং কাস্টমস এর তথ্যের সাথে পার্থক্য হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয় কারণ, বেনাপোল স্থলবন্দরের প্রাপ্ত হিসাব বিবরণীতে কাস্টমস এর আমদানিকৃত মালামালের তথ্যের সাথে বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানিকৃত মালামালের তথ্যের গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া নিরীক্ষাকালীন সময়ে বাস্তব যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, পণ্য ওজনের সময় কাস্টমস ও স্থলবন্দর যৌথভাবে ওজন পরিমাপ করে ও তা সংরক্ষণ করে যা রেলওয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের ওজনের হিসাবের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। ফলে বেনাপোল স্থলবন্দর এর আমদানিকৃত পণ্যের ওজনের তথ্য বিবরণীর সহিত কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর আমদানিকৃত পণ্যের ওজনের তথ্য বিবরণীর গরমিল/পার্থক্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই। উক্ত গরমিলকৃত লোডিং-আনলোডিং মালামালের ওজনে ট্যারিফ সিডিউল এর রেট অনুযায়ী বন্দর মাশুল আদায় না হওয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারিপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ২

শিরোনামঃ কাস্টম হাউস, বেনাপোল এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের তথ্যের সাথে আমদানিকৃত মালামালের তথ্যের গড়মিল হওয়ায় লোডিং-আনলোডিং এ ভ্যাট কম আদায় হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৬০,০৬,৬৫১ (এক কোটি ষাট লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত একান্ন) টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ঢাকা এর আওতাধীন পরিচালক (ট্রাফিক), বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কাস্টম হাউস, বেনাপোল এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের তথ্যের সাথে আমদানিকৃত মালামালের তথ্যের পার্থক্য হওয়ায় লোডিং-আনলোডিংএ ভ্যাট বাবদ কম আদায় হওয়ায় সরকারের ১,৬০,০৬,৬৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর যোগাযোগ সংক্রান্ত নথি ও ক্যাশ বই পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর আমদানিকৃত মালামালের তথ্য বিবরণী মতে ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত মালামালের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯৮৮৩৫৭.৯৩ মেঃটন, ২১৮১১২৩.৪৬ মেঃটন, ২০৩৮০৬৪.৩১ মেঃটন ও ২৭৭৭৬০৬ মেঃটন। অপরদিকে বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানিকৃত মালামালের তথ্য বিবরণী মতে ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত মালামালের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৪৬২১৫ মেঃটন, ১৮৩৬৯৫৩ মেঃটন, ১৯৭৭০৭৪ মেঃটন ও ২০৭৪৭২৭ মেঃটন। ফলে বেনাপোল স্থলবন্দরে কাস্টম এর তথ্যের সাথে প্রতি অর্থবছরের হিসাবে গরমিল ও অপেক্ষাকৃত কম ওজন পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ওজনে গরমিলকৃত লোডিং-আনলোডিং মালামালের ট্যারিফ সিডিউল এর সাধারণ শর্তাবলী ১১ এর (XII) অনুযায়ী বন্দর মাশুল ও তার উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ১,৬০,০৬,৬৫১ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২)।

অনিয়মের কারণঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর এর ২০০১ সনের ২০ নং আইনের ধারা (১০) ও ট্যারিফ সিডিউল এর সাধারণ শর্তাবলী ১১ এর (XII) অনুযায়ী ১৫% হারে নির্ধারিত ভ্যাট কর্তন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বেনাপোল স্থলবন্দর এর আমদানি তথ্য বিবরণীতে আমদানিকৃত পণ্যের পরিমাণের সাথে কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর আমদানি তথ্য বিবরণীর পরিমাণ এক নয়। কাস্টম হাউস, বেনাপোল, বেনাপোল স্থলবন্দর ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশন এর আমদানিকৃত পণ্যের মোট হিসাব করে থাকে। কিন্তু বেনাপোল স্থলবন্দর শুধুমাত্র বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে যেসব পণ্য আমদানি ও খালাস হয় সেসব পণ্যের হিসাব করে থাকে। বর্তমানে রেলওয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত কিছু পণ্য বেনাপোল স্থলবন্দরে হ্যান্ডেলিং হলেও বেশিরভাগ পণ্য বিভিন্ন স্থানে খালাসের উদ্দেশ্যে চলে যায়। ফলে উক্ত পণ্যের হিসাব বেনাপোল স্থলবন্দরে সংরক্ষণ করা হয়না এবং কাস্টমস এর তথ্যের সাথে পার্থক্য হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। শুধুমাত্র বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে কাস্টম এর আমদানিকৃত মালামালের তথ্যের সাথে বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানিকৃত মালামালের তথ্য মূলত বেনাপোল স্থলবন্দরের সাথে কাস্টমস এর সহিত যোগাযোগ সংক্রান্ত নথি হতে সংগৃহীত, যা উক্ত বন্দরের জনাব লাকী বেগম, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কর্তৃক সত্যায়িত। তাছাড়া নিরীক্ষাকালীন সময়ে বাস্তব যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, পণ্য ওজনের সময় কাস্টমস ও স্থলবন্দর যৌথভাবে ওজন পরিমাপ করে ও তা সংরক্ষণ করে যা রেলওয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের ওজনের হিসাবের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। ফলে বেনাপোল স্থলবন্দর এর আমদানিকৃত পণ্যের ওজনের তথ্য বিবরণীর সহিত কাস্টম হাউস, বেনাপোল এর আমদানিকৃত পণ্যের ওজনের তথ্য বিবরণীর গরমিল/পার্থক্য হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৩

শিরোনাম: ভেরিয়েবল রয়্যালটি হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৭৩,৪৩,৪৩৩ (এক কোটি তেহাশুর লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার চারশত তেত্রিশ) টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও সোনা মসজিদ স্থলবন্দরের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভেরিয়েবল রয়্যালটি হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ১,৭৩,৪৩,৪৩৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যালয়সমূহের খাতওয়ারী আয় বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর ও সোনা মসজিদ স্থলবন্দর বিওটি এর মাধ্যমে পরিচালিত কোম্পানী। উক্ত কোম্পানীদ্বয় হতে রয়্যালটি বাবদ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যথাক্রমে ৬,০৫,০৭,১৫৩ ও ৮,৪০,২১,৪৫৬ টাকাসহ মোট (৬,০৫,০৭,১৫৩+৮,৪০,২১,৪৫৬)= ১৪,৪৫,২৮,৬০৯ টাকা প্রাপ্ত হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ এ ধারা মোতাবেক রয়্যালটি হতে প্রাপ্ত অর্থের উপর ২৫ লক্ষ টাকার বেশি হলে ১২% উৎসে আয়কর কর্তনের কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। ফলে সরকারের (১৪,৪৫,২৮,৬০৯ × ১২%) = ১,৭৩,৪৩,৪৩৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

অনিয়মের কারণ:

আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ (এ) ধারা এর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর-বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আয়কর অধ্যাদেশের ৬৪-৬৮ ধারা অনুযায়ী সকল আয়ের উপর অগ্রিম আয়কর প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও প্রতি অর্থবছরের আয় সিএ ফর্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত রিপোর্ট মোতাবেক প্রযোজ্য হারে সরকারি কোষাগারে আয়কর জমা প্রদান করে। রয়্যালটি হতে উৎসে আয়কর কর্তন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজাদি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে বিস্তারিত জবাব প্রেরণ করা হবে।

সোনামসজিদ-বাস্থবকের ৪৯% ভেরিয়েবল রয়্যালটির উৎসে আয়কর পরিশোধের বিষয়টি বিএলপি কর্তৃপক্ষের আওতাধীন। পরবর্তীতে বিএলপি এর সাথে আলোচনা করে বিস্তারিত জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ এ ধারা মোতাবেক রয়্যালটি হতে প্রাপ্ত অর্থের উপর আলাদাভাবে উৎসে আয়কর কর্তনের কথা বলা আছে। তাই আয়কর প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারিপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৪

শিরোনাম: Liquidated damages আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ২৯,৭০,০০০ (উনত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিবির বাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা ও বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে Liquidated damages আদায় না করায় সংস্থার ২৯,৭০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

উল্লিখিত কার্যালয়সমূহের সাথে শেফ ইয়ার্ড কুমিল্লা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড এবং বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড এর চুক্তিপত্র এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিবির বাজার, কুমিল্লা স্থলবন্দরটি বিওটি ভিত্তিতে বর্তমানে শেফ ইয়ার্ড কুমিল্লা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী উক্ত কোম্পানী কর্তৃক ০৮/১০/২০০৭ সালে কমাশিয়াল অপারেশন শুরু হওয়ার কথা। কমাশিয়াল অপারেশন শুরু হয় ৩০/০৪/২০০৯ সালে। ফলে দীর্ঘ ১ বছর ৬ মাস (প্রায়) পর COD (Commercial Operation Date) হয়। অপরদিকে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড কর্তৃক ০৪/০৯/২০০৭ সালে কমাশিয়াল অপারেশন শুরু হওয়ার কথা। অথচ কমাশিয়াল অপারেশন শুরু হয় ০১/০১/২০১৪ সালে। ফলে দীর্ঘ ৬ বছর ৪ মাস (প্রায়) পর COD (Commercial Operation Date) হয়। কিন্তু চুক্তির ৯.১(বি) শর্তানুসারে কমাশিয়াল অপারেশন শুরুর আগ পর্যন্ত প্রতিদিন বিলম্বের জন্য বিলম্ব মাশুল আদায় করতে হবে। চুক্তি মোতাবেক প্রতিদিন বিলম্বের জন্য Liquidated damages শেফ ইয়ার্ড কুমিল্লা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড এর ক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ১৩,৫০,০০০ টাকা এবং বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড এর ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৬,০০০ টাকা হিসেবে সর্বোচ্চ ১৬,২০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লিখিত কার্যালয়সমূহে চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘনপূর্বক বিলম্ব মাশুল আদায় না করায় Liquidated damages বাবদ (১৩,৫০,০০০+১৬,২০,০০০) = ২৯,৭০,০০০ টাকা সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪)।

অনিয়মের কারণঃ

চুক্তি পত্রের শর্ত নং- ৯.১ (বি) অনুসারে “কমাশিয়াল অপারেশন শুরুর আগ পর্যন্ত প্রতিদিন বিলম্বের জন্য বিলম্ব মাশুল আদায় প্রযোজ্য” শর্তটি লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিবির বাজার কুমিল্লা: এই সংক্রান্ত ব্যাপারটি আমাদের সময়কালে সংগঠিত হয়নি বিধায় আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর: বিওটি ভিত্তিতে পরিচালিত অত্র বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের অপারেটর বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড হতে Liquidated damages পরিশোধ সংক্রান্ত মতামত পাওয়া সাপেক্ষে পরবর্তীতে নিরীক্ষাদল সমীপে বিস্তারিত মতামত পেশ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। নির্ধারিত সময়ের পর কমাশিয়াল অপারেশন শুরু করা হলেও Liquidated damages পরিশোধ করা হয়নি। তাই damages পরিশোধ করার ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারিপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৫

শিরোনামঃ প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি ৭২,১৫,২২০ (বাহাত্তর লক্ষ পনের হাজার দুইশত বিশ) টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ টাকা এর অধীন তামাবিল স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প, সোনাহাট স্থলবন্দর নির্মাণ প্রকল্প, ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প ও বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ৭২,১৫,২২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

উপরোক্ত প্রকল্পসমূহের ক্যাশ বুক ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে উল্লিখিত উন্নয়ন প্রকল্পের (জিওবি) ছাড়কৃত অর্থ সোনালী ব্যাংক, কাওরান বাজার শাখায় হিসাব খোলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ২০১৭-২০১৮ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত তিন বছরে সুদ বাবদ ৭২,১৫,২২০ টাকা দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট শাখা-১১ এর স্মারক নং-০৭.১১১.০৩২.০১.০০.০১৫.২০১১-৩৩৯, তারিখঃ ১২/০৫/২০১১ খ্রি. অনুযায়ী প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত টাকা ব্যাংকে রাখার কারণে যে সুদ হবে, তা সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করা হয়নি। ফলে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি ৭২,১৫,২২০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫)।

অনিয়মের কারণঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট শাখা-১১ এর স্মারক নং-০৭.১১১.০৩২.০১.০০.০১৫.২০১১-৩৩৯, তারিখঃ ১২/০৫/২০১১ খ্রি. এর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিবেচ্য প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিষয়টি বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষান্তে প্রাপ্ত সুদ জমা না করা হলে তা সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত কোডের বিপরীতে জমা প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় আপত্তিটি উত্থাপিত হয়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারিপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৬

শিরোনাম: চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফিক্সড রয়্যালটি, লিজ রেন্ট ও ভেরিয়েবল রয়্যালটি, নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় জরিমানা বাবদ সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ২২,৬২,৯৯২ (বাইশ লক্ষ বাষট্টি হাজার নয়শত বিরানব্বই) টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন টেকনাফ স্থলবন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার ও বিবির বাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফিক্সড রয়্যালটি, লিজ রেন্ট ও ভেরিয়েবল রয়্যালটি, নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় জরিমানা বাবদ সংস্থার ২২,৬২,৯৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) ও বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিমিটেড এর মধ্যে সম্পাদিত কনসেশন চুক্তি/Concession Agreement (CA) চুক্তি এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিমিটেড এর ২০১৫-২০১৬ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট চার (০৪) অর্থবছরে লিজ রেন্ট ও ফিক্সড রয়্যালটি বাবদ বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর পাওনা যথাক্রমে ১,০৮,০০০ ও ৪০,০০,০০০ টাকা, যা টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে ১৬/০২/২০২০ খ্রি. তারিখে পরিশোধ করা হয়। তাছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরের মে/২০২১খ্রি. এর ভেরিয়েবল রয়্যালটি পেমেন্ট তার পরবর্তী জুন/২০২১ খ্রি. মাসের মধ্যে পরিশোধ না করে জুলাই/২০২১ খ্রি. তারিখে ২৩,৩৭,২৭০ টাকা পরিশোধ করেন। কিন্তু Concession Agreement (CA) চুক্তির আর্টিক্যাল ৯.৫ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিমিটেড পেমেন্ট পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তবে বিরোধ নিষ্পত্তির পরে নিষ্পত্তি হওয়া পরিমাণসহ অপরিশোধিত অর্থের উপর পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৫% হারে সুদ বহন করতে হবে। ১৪/০৯/২০২১ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর চেয়ারম্যান মহোদয় ও কুমিল্লা শেফার্ড ল্যান্ড পোর্ট লিঃ এর সভার কার্যবিবরণীর তথ্য মতে ফিক্সড রয়্যালটি ও লিজ রেন্ট বাবদ আগস্ট/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত সর্বমোট পাওনা ৬১,৩৫,০০০ টাকা। ফলে চুক্তিপত্রের আর্টিক্যাল ৯.৫ এর শর্ত অনুযায়ী ফিক্সড রয়্যালটি, লিজ রেন্ট এবং ভেরিয়েবল রয়্যালটি নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ১৫% হারে জরিমানার পাওনা বাবদ সংস্থার ২২,৬২,৯৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৬)।

অনিয়মের কারণঃ

CA (Concession Agreement) চুক্তির আর্টিক্যাল ৯.৫ এর শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ইতোমধ্যে লিজ রেন্ট, ফিক্সড রয়্যালটি ও ভেরিয়েবল রয়্যালটি'র সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। সুদ বাবদ বকেয়া অর্থের বিষয়ে বাস্থবকের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। CA চুক্তি অনুযায়ী বাস্থবক'র পাওনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা আবশ্যিক।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারিপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বাস্থবকের পাওনা বাবদ আপত্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৭

শিরোনাম: লেবার হ্যান্ডেলিং বিলের অবশিষ্টাংশ হতে বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৪৯,৬৭,১৬৫ (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার একশত পঁয়ষট্টি) টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে লেবার হ্যান্ডেলিং বিলের অবশিষ্টাংশ হতে বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধ না করায় সংস্থার ৪৯,৬৭,১৬৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর কার্যালয়ের লেবার হ্যান্ডেলিং বিল ও মাসিক আয় বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, লেবার হ্যান্ডেলিং বাবদ আমদানীকারকের নিকট হতে মোট ১২,৮২,২২,৬৬২ টাকা কর্তন করা হয়েছে। লেবার ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে ১১,২৩,৩২,৮১৮ টাকা। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ১,৫৮,৮৯,৮৪৪ টাকা। Concession Agreement এর 9.3(a) অনুযায়ী মোট রাজস্ব আয় ৩১.২৬% স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ পাবে। বাকি ৬৮.৭৪% বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড পাবে। সে হিসেবে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা $(১,৫৮,৮৯,৮৪৪ \times ৩১.২৬\%) = ৪৯,৬৭,১৬৫$ টাকা, যা আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৭)।

অনিয়মের কারণ:

Concession Agreement এর 9.3(a) এর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

মাসিক আয় বিবরণী অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা প্রতিমাসে পরিশোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। মাসিক আয় বিবরণী অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা প্রতিমাসে পরিশোধ করা হলেও লেবার হ্যান্ডেলিং বিলের অবশিষ্টাংশ হতে বাস্তবকের অংশ নিরীক্ষাধীন সময় পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়নি। যা পরিশোধ করা জরুরি।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারিপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

লেবার হ্যান্ডেলিং বিলের অবশিষ্টাংশ হতে বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধ করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ০৮

শিরোনামঃ গোড়াউন ভাড়া অনাদায়ী থাকায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ১৭,২৪,৮২০ (সতেরো লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশত বিশ) টাকা।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গোড়াউন ভাড়া অনাদায়ী থাকায় সংস্থার ১৭,২৪,৮২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর কার্যালয়ের ভাড়া সংক্রান্ত নথি ও চুক্তিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, হিলি স্থল শুল্ক কর্তৃপক্ষ এপ্রিল-২০১৭ হতে জুন-২০২১ পর্যন্ত (৫১ মাস) স্থলবন্দরের অভ্যন্তরে অবস্থিত গোড়াউনটির ৯৩১০ বর্গফুট জায়গা ব্যবহার করে আসছে। পরিশিষ্টে বর্ণিত নির্ধারিত হার অনুযায়ী গোড়াউন ভাড়া প্রদানের নির্দেশনা থাকলেও হিলি স্থল শুল্ক কর্তৃপক্ষ গোড়াউন ভাড়া বাবদ কোন অর্থ পরিশোধ করেনি। ফলে গোড়াউন ভাড়া অনাদায়ী থাকায় সংস্থার ১৭,২৪,৮২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শা-২/২-এম-১৬/২০০০/৫১৫, তারিখঃ ২৯/১০/২০০৭ খ্রি. ও স্মারক নং-শা-২/২-এম-১৬/২০০০/২৫২, তারিখঃ-১০/০৫/২০১১ খ্রি. মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভাড়া আদায়ের কথা থাকলেও এ ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি। ফলে সংস্থার ১৭,২৪,৮২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮)।

অনিয়মের কারণঃ

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শা-২/২-এম-১৬/২০০০/২৫২, তারিখঃ ১০/০৫/২০১১ খ্রি. এর ব্যত্যয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভাড়া পরিশোধ সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভাড়া আদায়ের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

যথাসময়ে ভাড়া আদায় না করার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করত অনাদায়ী অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৯

শিরোনাম: Concession Agreement (CA) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিদ্যমান সম্পদের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর পাওনা পরিশোধ না করায় অনাদায়ী ৭৮,০০,০০০ (আটাত্তর লক্ষ) টাকা।

বিবরণ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর আওতাধীন টেকনাফ স্থলবন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে Concession Agreement (CA) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিদ্যমান সম্পদের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) এর পাওনা পরিশোধ না করায় ৭৮,০০,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) ও বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিমিটেড এর মধ্যে ৩১/০৮/২০০৬ খ্রি. তারিখে সম্পাদিত Concession Agreement (CA) চুক্তির আর্টিক্যাল ৬.১ (এ) মতে চুক্তিপত্রের তারিখ হতে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৩০/১০/২০০৬ খ্রি. তারিখে ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিঃ কে জমি হস্তান্তর করবে এবং চুক্তির আর্টিক্যাল ৯.৬ অনুযায়ী পোর্ট অপারেটর কর্তৃক সিডিউল-১৪ এ বর্ণিত সম্পদের জন্য জমি হস্তান্তরের তারিখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) কে ৭৮,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিমিটেড কর্তৃক তা করা হয়নি। ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট টেকনাফ লিমিটেড কর্তৃক বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) কে পাওনা পরিশোধ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি ৭৮,০০,০০০ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৯)।

অনিয়মের কারণঃ

Concession Agreement (CA) চুক্তির আর্টিক্যাল ৯.৬ এর শর্ত লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

এ বিষয়ে যাচাই বাছাই করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। বাস্থবকের পাওনা বাবদ অর্থ পরিশোধ করা আবশ্যিক।

এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে AIR, ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র এবং ১০/০৪/২০২২ খ্রি. তারিখে আধাসরকারিপত্র ইস্যু করা হলেও অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট অফিস হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।

তারিখঃ ২৭/০৭/২৩ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ


মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা
মোঃ রফিকুল বারী খান
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

দ্বিতীয় অংশ

ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ

কাস্টম হাউজ, বেনাপোল এবং বেনাপোল স্থলবন্দরের তথ্যের সাথে আমদানিকৃত মালামালের ওজনের পার্থক্য হওয়ায় লোডিং-আনলোডিং চার্জ বাবদ সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কাস্টমস্ এর তথ্যের বিবরণী (ওজন মেট্রিক টন)	বেনাপোল স্থল বন্দরের তথ্যের বিবরণী (ওজন মেট্রিক টন)	বেনাপোল স্থল বন্দরে কম প্রদর্শন (ওজন মেট্রিক টন)	লোডিং চার্জ/প্রতি মেট্রিক টন হিসেবে মোট টাকা	আন-লোডিং চার্জ/প্রতি মেট্রিক টন হিসেবে মোট টাকা	মোট টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	(৩-৪)=৫	(৫× লোডিং চার্জ/মেট্রিক টন)=৬	(৫× আনলোডিং চার্জ/মেট্রিক টন)=৭	(৬+৭)=৮	৯
১	২০১৭-২০১৮	১৯৮৮৩৫৭.৯৩ = ১৯৮৮৩৫৮	১৭৪৬২১৫	২৪২১৪৩	২,৪২,১৪৩×৩৫.৯৪ = ৮৭,০২,৬১৯	২৪২১৪৩×৩৫.৯৪ = ৮৭,০২,৬১৯	১,৭৪,০৫,২৩৮	লোডিং ও আনলোডিং বাবদ চার্জ ২০১৭ খ্রি. এর ট্যারিফ সিডিউল এর ৭.১ এর (১ ও ২) হার অনুযায়ী।
২	২০১৮-২০১৯	২১৮১১২৩.৪৬ = ২১৮১১২৪	১৮৩৬৯৫৩	৩৪৪১৭১	৩,৪৪,১৭১×৩৭.৭৪ = ১,২৯,৮৯,০১৪	৩,৪৪,১৭১×৩৭.৭৪ = ১,২৯,৮৯,০১৪	২,৫৯,৭৮,০২৮	লোডিং ও আনলোডিং বাবদ চার্জ ২০১৮ খ্রি. এর ট্যারিফ সিডিউল এর ৭.১ এর (১ ও ২) হার অনুযায়ী।
৩	২০১৯-২০২০	২০৩৮০৬৪.৩১ = ২০৩৮০৬৫	১৯৭৭০৭৪	৬০৯৯১	৬০,৯৯১×৩৯.৬৩ = ২৪,১৭,০৭৩	৬০,৯৯১×৩৯.৬৩ = ২৪,১৭,০৭৩	৪৮,৩৪,১৪৬	লোডিং ও আনলোডিং বাবদ চার্জ ২০১৯ খ্রি. এর ট্যারিফ সিডিউল এর ৭.১ এর (১ ও ২) হার অনুযায়ী।
৪	২০২০-২০২১	২৭৭৭৬০৬	২০৭৪৭২৭	৭০২৮৭৯	৭,০২,৮৭৯×৪১.৬১ = ২,৯২,৪৬,৭৯৫	৭,০২,৮৭৯×৪১.৬১ = ২,৯২,৪৬,৭৯৫	৫,৮৪,৯৩,৫৯০	লোডিং ও আনলোডিং বাবদ চার্জ ২০২০ খ্রি. এর ট্যারিফ সিডিউল এর ৭.১ এর (১ ও ২) হার অনুযায়ী।
সর্বমোটঃ							১০,৬৭,১১,০০২	

কাস্টম হাউজ, বেনাপোল এর তথ্যের সাথে বেনাপোল স্থল বন্দরের তথ্যের গড়মিল, ফলে লোডিং - আনলোডিং এ ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অর্থবছর	কাস্টমস্ এর তথ্যের বিবরণী (ওজন মেট্রিক টন)	বেনাপোল স্থল বন্দরের তথ্যের বিবরণী (ওজন মেট্রিক টন)	বেনাপোল স্থল বন্দরে কম প্রদর্শন (ওজন মেট্রিক টন)	লোডিং চার্জ/প্রতি মেট্রিক টন হিসেবে মোট টাকা (৫× লোডিং চার্জ/মেট্রিক টন)	আন-লোডিং চার্জ/প্রতি মেট্রিক টন হিসেবে মোট টাকা (৫× আনলোডিং চার্জ/মেট্রিক টন)	লোডিং ও আনলোডিং চার্জ বাবদ মোট টাকা	১৫% ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	(৩-৪)=৫	৬	৭	(৬+৭)=৮	(৮×১৫%)=৯	১০
১	২০১৭-২০১৮	১৯৮৮৩৫৭.৯৩ = ১৯৮৮৩৫৮	১৭৪৬২১৫	২৪২১৪৩	২৪২১৪৩×৩৫.৯৪ = ৮৭,০২,৬১৯	২৪২১৪৩×৩৫.৯৪ = ৮৭,০২,৬১৯	১,৭৪,০৫,২৩৮	২৬,১০,৭৮৬	লোডিং ও আনলোডিং বাবদ চার্জ ২০১৭ খ্রি. এর ট্যারিফ হার অনুযায়ী।
২	২০১৮-২০১৯	২১৮১১২৩.৪৬ = ২১৮১১২৪	১৮৩৬৯৫৩	৩৪৪১৭১	৩৪৪১৭১×৩৭.৭৪ = ১,২৯,৮৯,০১৩	৩৪৪১৭১×৩৭.৭৪ = ১,২৯,৮৯,০১৩	২,৫৯,৭৮,০২৬	৩৮,৯৬,৭০৪	লোডিং ও আনলোডিং বাবদ চার্জ ২০১৮ খ্রি. এর ট্যারিফ হার অনুযায়ী।
৩	২০১৯-২০২০	২০৩৮০৬৪.৩১ = ২০৩৮০৬৫	১৯৭৭০৭৪	৬০৯৯১	৬০৯৯১×৩৯.৬৩ = ২৪,১৭,০৭৩	৬০৯৯১×৩৯.৬৩ = ২,৪১,৭০৭৩	৪৮,৩৪,১৪৬	৭,২৫,১২২	লোডিং ও আনলোডিং বাবদ চার্জ ২০১৯ খ্রি. এর ট্যারিফ হার অনুযায়ী।
৪	২০২০-২০২১	২৭৭৭৬০৬	২০৭৪৭২৭	৭০২৮৭৯	৭০২৮৭৯×৪১.৬১ = ২,৯২,৪৬,৭৯৫	৭০২৮৭৯×৪১.৬১ = ২,৯২,৪৬,৭৯৫	৫,৮৪,৯৩,৫৯০	৮৭,৭৪,০৩৯	লোডিং ও আনলোডিং বাবদ চার্জ ২০২০ খ্রি. এর ট্যারিফ হার অনুযায়ী।
সর্বমোট=								১,৬০,০৬,৬৫১	

অনুচ্ছেদ নং-৩

পরিশিষ্ট নং-৩

রয়্যালটি হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নং
১.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	৭২,৬০,৮৫৮	৩(১)
২.	সোনা মসজিদ স্থলবন্দর	১,০০,৮২,৫৭৫	৩(২)
মোট =		১,৭৩,৪৩,৪৩৩	

রয়্যালটি হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	অর্থ বছর	প্রাপ্ত অর্থ (টাকা)	আয়কর (১২%)
১	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	২	৩	৪
১		২০১৭-২০১৮	৫৭,৪০,৯৯৪	৬,৮৮,৯১৯
২		২০১৮-২০১৯	৩,১৫,০৪,২৯৯	৩৭,৮০,৫১৬
৩		২০১৯-২০২০	২,৩২,৬১,৮৬০	২৭,৯১,৪২৩
মোট =			৬,০৫,০৭,১৫৩	৭২,৬০,৮৫৮

রয়্যালটি হতে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	অর্থবছর	অফিসের নাম	বিবরণ	প্রাপ্ত অর্থ (টাকা)	আয়কর (১২%)
১.	২০২০-২০২১	সোনা মসজিদ স্থলবন্দর	রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্তি	৮,৪০,২১,৪৫৬	১,০০,৮২,৫৭৫
মোট=				৮,৪০,২১,৪৫৬	১,০০,৮২,৫৭৫

Liquidated damages পরিশোধ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নং
১	২	৩	৪
১.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা	১৩,৫০,০০০	৪(১)
২.	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, পঞ্চগড়	১৬,২০,০০০	৪(২)
মোট =		২৯,৭০,০০০	

বিবির বাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা।
Liquidated damages পরিশোধ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	বন্দর ব্যবহারকারী কোম্পানির নাম	COD হওয়ার কথা	COD হয়	বিলম্ব	বিলম্ব মাসুল (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	শেফ ইয়ার্ড কুমিল্লা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড	০৮/১০/২০০৭	৩০/০৪/২০০৯	১ বছর ৬ মাস (প্রায়)	১৩,৫০,০০০
মোট =					১৩,৫০,০০০

অনিয়মের কারণঃ চুক্তির শর্ত ৯.১ (বি) অনুযায়ী, The maximum liability for damages pursuant to this section shall not exceed taka 13,50,000 (thirteen lacs fifty thousand)

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, পঞ্চগড়।
Liquidated damages পরিশোধ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	বন্দর ব্যবহারকারী কোম্পানির নাম	COD হওয়ার কথা	COD হয়	বিলম্ব	বিলম্ব মাসুল (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড, তেতুলিয়া, পঞ্চগড়	০৪/০৯/২০০৭ খ্রি.	০১/০১/২০১৪ খ্রি.	৬ বছর ৪ মাস (প্রায়)	১৬,২০,০০০
মোট =					১৬,২০,০০০

অনিয়মের কারণঃ চুক্তির শর্ত ৯.১ (বি) অনুযায়ী Such liquidated damages shall be calculated at rate of taka 6000 (six thousand) per day for delay of each day until the occurrence of the commercial operations date; provided that, the maximum liability for damages pursuant to this section shall not exceed taka 16,20,000 (sixteen lac twenty thousand)

প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নং
১	২	৩	৪
১.	তামাবিল প্রকল্প	৩৪,০৯,৮২১	৫(১)
২.	সোনাহাট স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প	১৩,৬৫,১২৩	৫(২)
৩.	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প	১৫,১৭,৭৬৭	৫(৩)
৪.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প	৯,২২,৫০৯	৫(৪)
সর্বমোট =		৭২,১৫,২২০	

প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করার বিবরণঃ (তামাবিল প্রকল্প)

ক্রমিক নং	তারিখ	অর্থবছর	ব্যাংকের নাম	সুদ প্রাপ্তি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১	৩১/১২/২০১৭	২০১৭-২০১৮	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকা	৬,৯৪,২৯৫
২	০৩/০৬/২০১৮	২০১৭-২০১৮	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকা	১৬,৮৩,৭৯৬
৩	৩১/১২/২০১৮	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকা	৪,২০,৬৩৩
৪	৩০/০৬/২০১৯	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকা	১,৮০,২৪৯
৫	৩১/১২/২০১৯	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকা	৩,০৪,৩৮৪
৬	৩০/০৬/২০২০	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা, ঢাকা	১,২৬,৪৬৪
মোট=				৩৪,০৯,৮২১

প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ (সোনাহাট স্থলবন্দর)

ক্রঃ নং	তারিখ	অর্থবছর	ব্যাংকের নাম	সুদ প্রাপ্তি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১.	৩১/১২/২০১৭	২০১৭-২০১৮	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা	৩,৫২,৪৮৮
২.	৩০/০৬/২০১৮	২০১৭-২০১৮	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা	৪,৯১,৯২৩
৩.	৩১/১২/২০১৮	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা	৩,৫৭,৫০৩
৪.	৩০/০৬/২০১৯	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা	১,৩০,৭৬১
৫.	৩১/১২/২০১৯	২০১৯-২০২০	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা	১৪,৩৫৪
৬.	৩০/০৬/২০১৯	২০১৯-২০২০	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা	১৮,০৯৪
মোট =				১৩,৬৫,১২৩

প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ
অফিস: ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রঃ নং	তারিখ	অর্থবছর	ব্যাংকের নাম	সুদ প্রাপ্তি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১	৩০/০৬/২০১৯	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৪২	৮৮
২	৩১/১২/২০১৯	২০১৯-২০২০	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৪২	৩,৫২,৪৩৭
৩	৩০/০৬/২০২০	২০১৯-২০২০	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৪২	১০,৪১,৮৬৫
৪	৩১/১২/২০২০	২০২০-২০২১	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৪২	২২,৪৪৪
৫	৩০/০৬/২০২১	২০২০-২০২১	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৪২	১,০০,৯৩৩
মোট =				১৫,১৭,৭৬৭

প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ
অফিস: বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রঃ নং	তারিখ	অর্থবছর	ব্যাংকের নাম	সুদ প্রাপ্তি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
১	৩১/১২/২০১৮	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৩৪	১,২৪,৫০৭
২	৩০/০৬/২০১৯	২০১৮-২০১৯	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৩৪	৩,৩৩,৯৩১
৩	৩১/১২/২০১৯	২০১৯-২০২০	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৩৪	১,৯৫,৮৭৬
৪	৩১/১২/২০২০	২০২০-২০২১	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৩৪	২০,৪৬৪
৫	৩০/০৬/২০২১	২০২০-২০২১	সোনালী ব্যাংক লিঃ, কাওরান বাজার শাখা হিসাব নং-০১১৭২০৩০০০২৩৪	২,৪৭,৭৩১
মোট=				৯,২২,৫০৯

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফিক্সড রয়্যালটি, লিজ রেন্ট ও ভেরিয়েবল রয়্যালটি নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় জরিমানা বাবদ সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	জড়িত টাকা	পরিশিষ্ট নং	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	টেকনাফ স্থলবন্দর, কক্সবাজার	৩৪,১২৪	৬(১)	লীজ রেন্ট
২.	টেকনাফ স্থলবন্দর, কক্সবাজার	১২,৭৫,০০০	৬(২)	ফিক্সড রয়্যালটি
৩.	টেকনাফ স্থলবন্দর, কক্সবাজার	৩৩,৬১৮	৬(৩)	ভেরিয়েবল রয়্যালটি
৪.	বিবির বাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা	৯,২০,২৫০	৬(৪)	ফিক্সড রয়্যালটি এবং লিজ রেন্ট
সর্বমোট =		২২,৬২,৯৯২		

CA চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে লিজ রেন্টের পেমেন্ট পরিশোধ না করায় তার উপর টেকনাফ স্থলবন্দরের নিকট বাস্তুবক এর সুদ বাবদ পাওনার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অর্থবছর	পরিশোধিত বকেয়া পাওনা (টাকা)	পরিশোধের সময়	অপরিশোধিত সময়কাল	CA চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বার্ষিক সুদের হার	বাস্তবক এর পাওনা (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৫ × ৬ = ৭	৮
১	২০১৫-২০১৬	২৭,০০০	১৬/০২/২০২০ খ্রি.	৩ বছর ৭মাস ১৫ দিন	১৫%	১৪,৬৮১	পাওনা =(কলাম ৩×১৫%)×অপরিশোধিত সময়কাল/৩৬৫ দিন
২	২০১৬-২০১৭	২৭,০০০		২ বছর ৭মাস ১৫ দিন	১৫%	১০,৩৩১	
৩	২০১৭-২০১৮	২৭,০০০		১ বছর ৭মাস ১৫ দিন	১৫%	৬,৫৮১	
৪	২০১৮-২০১৯	২৭,০০০		৭ মাস ১৫ দিন	১৫%	২,৫৩১	
সর্বমোটঃ						৩৪,১২৪	

CA চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ফিক্সড রয়্যালটি পরিশোধ না করায় তার উপর টেকনাফ স্থলবন্দরের নিকট বাস্তবক এর সুদ বাবদ পাওনার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অর্থবছর	পরিশোধিত বকেয়া পাওনা (টাকা)	পরিশোধের সময়	অপরিশোধিত সময়কাল	CA চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বার্ষিক সুদের হার	বাস্তবক এর পাওনা (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৫ x ৬ = ৭
১	২০১৫-২০১৬	১০,০০,০০০	১৬/০২/২০২০ খ্রি.	৩ বছর ৭মাস ১৫ দিন	১৫%	৫,৪৩,৭৫০
২	২০১৬-২০১৭	১০,০০,০০০		২ বছর ৭মাস ১৫ দিন	১৫%	৩,৯৩,৭৫০
৩	২০১৭-২০১৮	১০,০০,০০০		১ বছর ৭মাস ১৫ দিন	১৫%	২,৪৩,৭৫০
৪	২০১৮-২০১৯	১০,০০,০০০		৭ মাস ১৫ দিন	১৫%	৯৩,৭৫০
মোট=		৪০,০০,০০০				১২,৭৫,০০০

CA চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ভেরিয়েবল রয়্যালটি পরিশোধ না করায় তার উপর টেকনাফ স্থলবন্দরের নিকট বাস্ববক এর সুদ বাবদ পাওনার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অর্থবছর	পরিশোধিত বকেয়া পাওনা (টাকা)	পরিশোধের সময়	অপরিশোধিত সময়কাল	CA চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বার্ষিক সুদের হার	বাস্ববক এর পাওনা (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	২০২০-২০২১	২৩,৩৭,২৭০	০৫/০৭/২০২১ খ্রি.	১ মাস ৫দিন	১৫%	৩৩,৬১৮
মোটঃ						৩৩,৬১৮

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফিক্সড রয়্যালটি এবং লিজ রেন্ট নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ১৫% জরিমানা বাবদ বকেয়া টাকার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	বাস্তবকের ফিক্সড রয়্যালটি ও লিজ রেন্ট আগস্ট/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী পাওনা (টাকা)	নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ১৫% জরিমানা (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	বিবিরবাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা।	৬৫,৩১,০০০	$৬৫,৩১,০০০ \times ১৫\% = ৯,২০,২৫০$	১৪/০৯/২০২১ খ্রি. এর বাস্তবকের চেয়ারম্যান মহোদয় ও কুমিল্লা শেফার্ড ল্যান্ড পোর্ট লিঃ এর সভার কার্যবিবরণীর তথ্য মতে ফিক্সড রয়্যালটি ও লিজ রেন্ট বাবদ আগস্ট/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত বাস্তবকের ফিক্সড রয়্যালটি ও লিজ রেন্ট বাবদ পাওনা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ না করায় ১৫% জরিমানা বাবদ বাংলাদেশ স্থলবন্দরের পোর্ট অপারেটরের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যিক।
মোট=			৯,২০,২৫০	

লেবার হ্যাভেলিং বিলের অবশিষ্টাংশ হতে বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধ না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	লেবার হ্যাভেলিং বাবদ কর্তনকৃত টাকার পরিমাণ	লেবার ঠিকাদারকে পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অবশিষ্টাংশ (টাকা)	বন্দর কর্তৃপক্ষের অংশ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	(৫×৩১.২৬%)=৬
১.	জুলাই-২০২০	৩৩,৫৯,৯০৪	২,৯৭,৭২৬	৩০৬২১৭৮	৪৯,৬৭,১৬৫
২.	আগস্ট-২০২০	৩০,০৫,৪০৭	২৭,৬৪,৫০৯	২৪০৮৯৮	
৩.	সেপ্টেম্বর-২০২০	৩২,৩৮,৩১৬	৬৩,৯৮,৫১১	(-)৩১৬০১৯৫	
৪.	অক্টোবর-২০২০	৭৩,৬২,৫৬২	৬৪,৯৩,৭৪৫	৮৬৮৮১৭	
৫.	নভেম্বর-২০২০	১,৩৯,৪৪,২৫৪	১,২২,৭১,৪৮৫	১৬৭২৭৬৯	
৬.	ডিসেম্বর-২০২০	১,৭৭,০০,০৪৬	১,৫৪,৫৭,৫১৩	২২৪২৫৩৩	
৭.	জানুয়ারি-২০২১	১,৯১,১০,৪৯৪	১,৫৯,৯৩,৬৪৪	৩১১৬৮৫০	
৮.	ফেব্রুয়ারি-২০২১	১,৭০,৯৯,২৪১	১,৪২,৬৬,৬৬২	২৮৩২৫৭৯	
৯.	মার্চ-২০২১	১,৭৬,৬৬,৮৪১	১,৪৭,৫১,৪১৯	২৯১৫৪২২	
১০.	এপ্রিল-২০২১	১,৪১,৪৫,১৪৬	১,১৮,২৭,২৭৮	২৩১৭৮৬৮	
১১.	মে-২০২১	৪৮,৯২,১৫১	৪১,৩০,৮৬১	৭৬১২৯০	
১২.	জুন-২০২১	৬৬,৯৮,৩০০	৫৮,৩৯,২২৫	৮৫৯০৭৫	
১৩.	জানুয়ারি-২১ হতে এপ্রিল-২১	০	১৮,৪০,২৪০	(-) ১৮৪০২৪০	
	মোট=	১২,৮২,২২,৬৬২	১১,২৩,৩২,৮১৮	১,৫৮,৮৯,৮৪৪	৪৯,৬৭,১৬৫

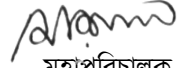
গোড়াউন ভাড়া প্রদান না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্র: নং	অফিসের নাম	ব্যবহৃত জায়গার বিবরণ	ব্যবহৃত জায়গার পরিমাণ (বর্গফুট)	মোট সময়	কর্তনযোগ্য ভাড়ার হার (বর্গফুট)	ভাড়ার পরিমাণ (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	(৪×৫×৬) = ৭
১.	হিলি স্থল শুল্ক স্টেশন	গোড়াউন (উপরের অংশ)	৮৫০	এপ্রিল-১৭ হতে জুন-২১ পর্যন্ত = ৫১ মাস	৪ টাকা	১,৭৩,৪০০
২.		গোড়াউন	৪০০০		৫ টাকা	১০,২০,০০০
৩.		গোড়াউনের বারান্দা	৭৫০		৪ টাকা	১,৫৩,০০০
৪.		গোড়াউনের খালি জায়গা	৩৭১০		২ টাকা	৩,৭৮,৪২০
		মোট =	৯৩১০			১৭,২৪,৮২০

CA Concession Agreement (CA) চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিদ্যমান সম্পদের জন্য বাস্তবকের পাওনা পরিশোধ না করায়
অনাদায়ী অর্থের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	বন্দর ব্যবহারকারী অপারেটরের নাম	কি বাবদ পরিশোধ	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪
১.	ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্ট লিমিটেড	বিদ্যমান সম্পদ ব্যবহারের জন্য	৭৮,০০,০০০
সর্বমোট =			৭৮,০০,০০০

তারিখঃ ২৭/০৭/২৩ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ ।


মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা
মোঃ রশিদুল বারী খান
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর
সেতলবাগিচা, ঢাকা ।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
অডিট ভবন
৭৭/৭. কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.cag.org.bd